BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০২

Lecture Contents

- ☑ নবাবী আমল
- ☑ ইংরেজ শাসন ও ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজন পর্যন্ত

বাংলায় নবাবী শাসন

■ মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭)

তিনি হলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তাঁর আমল থেকে বাংলায় নবাবী আমল শুরু হয়। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করে নাম রাখেন 'মুর্শিদাবাদ'। তাঁর শাসনামল থেকে বাংলায় নবাবী শাসন শুরু হয়। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

■ সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯)

সম্রাট ফররুখ শিয়ার বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন সুজাউদ্দীন খানকে। সুজাউদ্দীন খান স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে। নবাব সুজাউদ্দিন ছিলেন মুর্শিদকুলী খান এর জামাতা।

■ সরফরাজ খান

সরফরাজ খানের উপাধি-'আল-উদ-দৌলা হায়দার জং'। নাজিম আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন-সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে।

■ আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬)

আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠারা প্রতিবছর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করত। মারাঠা হানাদাররা লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাংলার জনগণের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে, বহুলোক তাদের ঘড়বাড়ি ছেড়ে গঙ্গার পূর্বদিকের জেলাগুলোতে পালিয়ে যায়। বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল। এই বর্গী শব্দটি 'বরগি' শব্দের অপভ্রংশ। মারাঠা বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের সর্বনিম্ন পদধারীদের বলা হতো বর্গী। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়। আলীবর্দী খান মারাঠাদের সাথে চুক্তি করে বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ সালে এপ্রিল মাসে তিনি মারা গেলে তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মারাঠা সাম্রাজ্য: মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা "ছত্রপতি শিবাজী"।

■ সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭)

সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়েন উদ্দিন এবং মাতার নাম আমিনা। মাতামহ নবাবের মৃত্যু হলে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৭৫৬ সালে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইংরেজদের কাসিম বাজার দুর্গ অধিকার করেন।

১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। কলকাতা অধিকার করে সিরাজউদ্দৌলা নিজ মাতামহের নামানুসারে এর নাম রাখেন আলীনগর। ১৭৫৬ সালের অক্টোবরে 'মনিহারী যুদ্ধে' শওকত জংকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি পূর্ণিয়া অধিকার করেন। ১৭৫৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ইংরেজদের সাথে 'আলীনগরের সন্ধি' করেন।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী : নবাবের কলকাতা অভিযান প্রাক্কালে হলওয়েলসহ কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হলওয়েলের বর্ণনা মতে, নবাব ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখেন। জুন মাসে প্রচণ্ড গরমে ক্ষুদ্র পরিসরে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এই কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। অন্ধকূপ কাহিনীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পলাশীর যুদ্ধ : ২৩ জুন, ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে নবাবের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিকগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও নবাবের সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান, উমিচাঁদ এ সকল দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ২ জুলাই ১৭৫৭ মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর এক সময়ের আশ্রিত মোহম্মদী বেগের হাতে নিহত হন (মতান্তরে মীর জাফরের পুত্র মীরন)। তিনি মাত্র এক বছর আড়াই মাস বাংলার নবাব ছিলেন। তিনি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

■ মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

মীর কাসিম ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। মীর কাসিম ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মীর কাসিম ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত করার জন্য বিচক্ষণ নবাব সর্বাগ্রে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও মীর কাসিম 'বক্সারের যুদ্ধে' ১৭৬৪ সালে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা অনেক সুবিধার বিনিময়ে মীরজাফরকে দ্বিতীয়বারের মত বাংলার সিংহাসনে বসান।

বক্সারের যুদ্ধ

প্রতিপক্ষ	ইংরেজ বাহিনী	বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সম্রাটের মিত্রবাহিনী
সময়কাল	১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	
স্থান	বক্সারের প্রান্তর	
ফলাফল	মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধান্তে শুধু মাত্র বাংলা ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের সার্বভৌম শক্তি পদানত হয়।	

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ সালে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

পর্তুগিজদের আগমন

পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরাই ১৫১৪ সালে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপিলি নামক স্থানে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। শের শাহকে প্রতিরোধ করার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মাহমুদ শাহের পক্ষে পর্তুগিজরা শের শাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। উক্ত লড়াইয়ে পর্তুগিজরা পরাজিত হন। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হয় 'হার্মাদ'।

ওলন্দাজদের আগমন

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা এই অঞ্চলে 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেনিশদের আগমন

ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ বা দিনেমার। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার

ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ, ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে বাংলার হরিহরপুরে প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে হুগলি শহরে তারা দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করেন। এভাবে কোম্পানি তাদের বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণ করতে থাকে। যেসব স্থানে নতুন কুঠি স্থাপন করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কাসিম বাজার (১৬৫৮ সালে), পাটনা (১৬৫৮ সালে), ঢাকা (১৬৬৮ সালে)। ১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানির বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক সুতানটি নামক গ্রামে তাঁর দফতর স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা নগরী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। ১৬৯৮ সালে কোম্পানি কলকাতায়, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদার সনদ লাভ করে। ১৬৯৮ সালেই কলকাতায় ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ নির্মিত হয়।

কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্রাট ফররুখ শিয়ারের নিকট থেকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ফরমান লাভ (১৭১৭ সাল)।

ফরাসিদের আগমন

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সবার শেষে ব্যবসা করার জন্য আসে ফরাসিগণ। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত থেকে সরে পড়ে।

এক নজরে ইউরোপীয়দের আগমন

ক্রমানুসারে জাতির নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পর্তুগিজ	১. ভারতের আসার জলপথ আবিষ্কার (১৪৮৭ সালে) ১৪৮৭ সালে- বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছান ২. ভাস্কো-দা-গামা সেই পথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন- ১৪৯৮ সালে ৩. ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে আসেন ৪. ভারতে আসতে ভাস্কো-দা-গামা আরব নাবিকদের সাহায্য নেন ৫. ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতে আসে ও ঘাঁটি স্থাপন করে ৬. ঘাঁটি স্থাপন করে- ১৫১৬ সালে
ওলন্দাজ	ডাচ বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বলা হয়
দিনেমার	ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
ইংরেজ	ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন- ১৬০০ সালে। উদ্দেশ্য ছিল- ব্যবসা করা উপমহাদেশে/ বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কুঠি- সুরাটে (১৬০৮ সালে) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন- ১৬৯৮ সালে
ফরাসি	ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার শেষে আগমন। উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য স্থাপন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র

ক্রম	দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত	আগমন সাল
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি	১৫১৬
দ্বিতীয়	নেদারল্যান্ডস	ডাচ	ওলন্দাজ	১৬০২
তৃতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬০৮
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার	১৬১৬
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি	১৬৬৪

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন

■ এলাহাবাদ চুক্তি

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর লর্ড ক্লাইভ ইচ্ছে করলে দিল্লী অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।

■ দ্বৈত শাসন

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থায় তিনি নবাবের হাতে নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর রাজস্ব ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

■ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

লর্ড ক্লাইভের দ্বৈতশাসন নীতি এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে বাংলার জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বাংলায় মারাত্মক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। বাংলা ১১৭৬ সালের (ইংরেজি ১৭৭০ সালে) এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বা 'মহাদুর্ভিক্ষ' নামে পরিচিত। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন কার্টিয়ার।

■ নিয়ামক আইন

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানির অবহেলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী বৃটিশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুদূর ইংল্যান্ডে দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামক আইন পাস হয়। এই আইনের ফলে কোম্পানির গভর্নর এর পদ গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

■ ভারত শাসন আইন

রেগুলেটিং আইনের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারত শাসনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পিটের ভারত শাসন আইন কার্যকর ছিল।

গভর্নরের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩)

■ ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)

উপমহাদেশের প্রথম 'রাজস্ব বোর্ড' স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজকোষের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এটি পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। তিনি লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন।

■ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)

লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিধান চালু করেন পরবর্তীকালে তা 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে প্রচলিত হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় দশসনা বন্দোবস্ত চালু করেন। তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দশসনা বন্দোবস্তকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে ঘোষণা দেন। জমিদারগণ নিয়মিত খাজনা পরিশোধ না করায় কোম্পানি ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ফলে 'সূর্যাস্ত আইন' পাস করে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া খাজনা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক জমিদার জমিদারি হারায়।

■ লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)

তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ করে তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন। সে সময় টিপু সুলতান ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। তিনি দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করে বিপুল সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। টিপু এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। টিপুর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি। টিপু সুলতান বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হন।

গভর্নর জেনারেলের শাসন (১৮৩৩-১৮৫৮)

■ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা সমাজ সংস্কার কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। এই ব্যাপারে বেন্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করেন।

■ লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করলেও তিনি এর উদ্ভাবক ছিলেন না; এই নীতি পূর্বেই প্রণীত হয়েছিল। তিনি এই নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৫০ সালে তিনি কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। তিনি ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যে করেন।

এক কথায় উত্তর

১. বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে?
উত্তর: মুর্শিদকুলী খান।

২. মুর্শিদকুলী খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিয়ুক্ত করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে)।

৩. 'জাফর খান' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কাকে?
উত্তর: মুর্শিদকুলী খানকে (১৭১৪ সালে)।

৪. মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার সুবেদারি প্রদান করা হয় কত সালে?
উত্তর: ১৭১৭ সালে।

৫. বাংলায় স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: মুর্শিদকুলী খান।

৬. বাংলায় রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন কে?
উত্তর: মুর্শিদকুলী খান।

৭. মুর্শিদকুলী খান প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম কী?
উত্তর: মালজামিনী।

৮. মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন কর ব্যবস্থার নাম কী?
উত্তর: আবওয়াব-ই খাসনবিসি।

৯. মুর্শিদকুলী খানের সময় উচ্ছেদকৃত জমিদারদের প্রদত্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?
উত্তর: নানকর।

১০. মুর্শিদকুলী খানের কন্যার নাম কী?
উত্তর: জিনাত-উন-নিসা।

১১. আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: মির্জা মুহাম্মদ আলী।

১২. ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন কে?
উত্তর: আলীবর্দী খান।

১৩. বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর: বর্গী।

১৪. মারাঠা বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের সর্বনিম্ন পদধারীদের কী বলা হয়?
উত্তর: বর্গী।

১৫. মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: ছত্রপতি শিবাজী।

১৬. সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন কবে?
উত্তর: ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল (২৩ বছর বয়সে)।

১৭. আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠা কন্যা ও সিরাজউদ্দৌলার মাতার নাম কী?
উত্তর: আমিনা বেগম।

১৮. সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম কী?
উত্তর: জয়েনউদ্দিন আহমদ খান।

১৯. সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করেন কে?
উত্তর: ঘসেটি বেগম।

২০. পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: রবার্ট ক্লাইভ।

২১. পলাশীর যুদ্ধের নবাব বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: মীর জাফর।

২২. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর: ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে।

২৩. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা।

২৪. পলাশীর প্রান্তর কোথায় অবস্থিত-
উত্তর: ভাগীরথী নদীর তীরে।

২৫. অন্ধকূপ হত্যা নামক কাল্পনিক কাহিনীর রচয়িতা কে?
উত্তর: হলওয়েল।

২৬. মীর কাসিম কত দিন বাংলা শাসন করেন?
উত্তর: ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত।

২৭. তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন?
উত্তর: মুঙ্গেরে।

২৮. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৭৬৪ সালে।

২৯. বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয় কে?
উত্তর: মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী।

৩০. মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী কাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়?
উত্তর: অযোদ্ধার নবাব সুজাউদ্দৌলা, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম।

৩১. ভাস্কো-দা-গামার আগে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জলপথে পূর্ব দিকে আগমনের পথ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: বার্থোলোমিউ দিয়াজ।

৩২. ভাস্কো-দা-গামা সর্বপ্রথম ভারতের কোন বন্দরে আসেন?
উত্তর: কালিকট বন্দরে।

৩৩. ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌঁছেন কবে?
উত্তর: ১৪৯৮ সালের ২৭ মে।

৩৪. ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম বাংলায় আসে কবে?
উত্তর: পর্তুগিজ বণিকরা, ১৫১৬ সালে।

৩৫. ভারতে পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয়দের প্রথম দুর্গ ছিল কোনটি?
উত্তর: কোচিন।

৩৬. ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন?
উত্তর: আলবুকার্ক।

৩৭. পর্তুগিজরা বাংলাদেশে কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর: ফিরিঙ্গি নামে।

৩৮. বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন কে?
উত্তর: কাসিম খান জুয়িনী।

৩৯. চট্টগ্রাম দখল করে সেখান থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন কে?
উত্তর: শায়েস্তা খান।

৪০. হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা কি নামে পরিচিত?
উত্তর: ডাচ বা ওলন্দাজ নামে।

৪১. কোন দেশের অধিবাসীদের বলা হয় ডেনিশ?
উত্তর: ডেনমার্ক।

৪২. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন কে?
উত্তর: অর্থসচিব কোলবার্ট।

৪৩. ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পান কোন মুঘল সম্রাটের আমলে?
উত্তর: মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।

৪৪. পর্তুগিজ জলদস্যুদের কী বলা হত?
উত্তর: হার্মাদ।

৪৫. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: জব চার্ণক।

৪৬. কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কবে নির্মিত হয়?
উত্তর: ১৬৯৮ সালে।

৪৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৬০০ সালে।

৪৮. **ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সবার শেষে আসেন কারা?**
উত্তর: ফরাসিরা।

৪৯. **১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশ্বাসঘাতকতার উপহারস্বরূপ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান কে?**
উত্তর: লর্ড ক্লাইভ।

৫০. **ইতিহাসে দ্বৈতশাসন বলতে কি বুঝায়?**
উত্তর: রাজ্যের দেওয়ানি ও শাসনকার্যের ভার যথাক্রমে কোম্পানি ও নবাবের হাতে অর্পিত হওয়া।

৫১. **লর্ড ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন কত বছর?**
উত্তর: ১৭৫৭-১৭৬০ সাল পর্যন্ত।

৫২. **লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন কবে?**
উত্তর: ১৭৬৫ সালে।

৫৩. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করেন কবে?**
উত্তর: ১৭৬৫ সালে।

৫৪. **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা কত সালে হয়?**
উত্তর: ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে)।

৫৫. **কোম্পানি কোন শর্তে বাংলার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করেন?**
উত্তর: বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লাখ টাকা ও দিল্লির সম্রাট শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা কর প্রদানের শর্তে।

৫৬. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে কী বলা হতো?**
উত্তর: বোর্ড অব ডিরেক্টরস।

৫৭. **এলাহাবাদ চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?**
উত্তর: ১৭৬৫ সালে।

৫৮. **কোন চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে?**
উত্তর: এলাহাবাদ চুক্তি।

৫৯. **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কতজন মানুষ মারা যান?**
উত্তর: প্রায় ১ কোটি।

৬০. **রেগুলেটিং অ্যাক্ট কবে পাশ হয়?**
উত্তর: ১৭৭৩ সালে।

৬১. **পিটের ভারত শাসন আইন কবে প্রণীত হয়?**
উত্তর: ১৭৮৪ সালে।

৬২. **বোর্ড অব ডিরেক্টরসের নির্দেশে হেস্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন কত সালে?**
উত্তর: ১৭৭২ সালে।

৬৩. **মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ ও রাজধানী কলকাতায় প্রথম স্থানান্তর করেন কে?**
উত্তর: ওয়ারেন হেস্টিংস।

৬৪. **ভারত শাসন সংক্রান্ত কোন আইন সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস করা হয়?**
উত্তর: রেগুলেটিং অ্যাক্ট।

৬৫. **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কর্নওয়ালিস রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোন নীতি গ্রহণ করেন?**
উত্তর: দশসালা বন্দোবস্ত।

৬৬. **'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের প্রথম উদ্যোগ নেন কে?**
উত্তর: ওয়ারেন হেস্টিংস।

৬৭. **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হয় কে?**
উত্তর: জমিদারগণ।

৬৮. **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাশ হয় কবে?**
উত্তর: ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ।

৬৯. **কোন আইন বলে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়ে বহু পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি হারায়?**
উত্তর: সূর্যাস্ত আইন।

৭০. **সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ওয়েলেসলির কর্তৃক গৃহীত নীতির নাম কী?**
উত্তর: অধীনতামূলক মিত্রতা।

৭১. **ভারতে ওয়েলেসলির রাজত্বকালের সমসাময়িক ইউরোপের প্রচণ্ড প্রভাবশালী শাসক কে ছিলেন?**
উত্তর: নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

৭২. **টিপু সুলতান ও লর্ড ওয়েলেসলির মধ্যে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৭৯৯ সালে।

৭৩. **টিপু সুলতানকে কোথায় সমাহিত করা হয়?**
উত্তর: মহীশূরের লালবাগে পিতা হায়দার আলীর সমাধির পাশে।

৭৪. **লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে কোন প্রথা রহিত করেন?**
উত্তর: সতীদাহ প্রথা।

৭৫. **নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে বেন্টিঙ্ক কার অধীনে যুদ্ধ করেন?**
উত্তর: ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন।

৭৬. **এলাহাবাদে রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন কে?**
উত্তর: উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

৭৭. **বাংলার গভর্নর জেনারেল পদ ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে পরিণত হয় কবে?**
উত্তর: ১৮৩৩ সালে।

৭৮. **বিখ্যাত গঙ্গা ক্যানেল খনন করা হয় কার সময়ে?**
উত্তর: ডালহৌসির সময়ে।

৭৯. **বাংলায় সর্বপ্রথম কোথায় রেলপথ তৈরি হয়?**
উত্তর: রাণীগঞ্জ, কলকাতা।

৮০. **স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন কে?**
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি।

৮১. **ডাকটিকিটের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন কে?**
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি।

৮২. **কত সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়?**
উত্তর: ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই।

৮৩. **ইংরেজ গর্ভনর জেনারেলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন কে?**
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি।

৮৪. **উপমহাদেশে ১ম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন কে?**
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি।

৮৫. **হিন্দু বিধবা আইন প্রণয়নে কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Teacher's Work

১. **বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম এসেছিলেন কারা?** *(১৬, ১০তম বিসিএস)*
ক) ইংরেজরা খ) ওলন্দাজরা গ) ফরাসীরা ঘ) পর্তুগীজরা — ঘ

২. **বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?** *(২২তম বিসিএস)*
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড বেন্টিংক গ) লর্ড ক্লাইভ ঘ) লর্ড ওয়াভেল — ক

৩. **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে?** *(১৪তম বিসিএস)*
ক) বাংলা ১০৭৬ সালে খ) বাংলা ১১৭৬ সালে গ) বাংলা ১৩৭৬ সালে ঘ) ইংরেজী ১৮৭৬ সালে — খ

সরাসরি ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭)

■ লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে অর্পণ করেন। ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়। ভারত শাসনের জন্য মহারানীর পক্ষ থেকে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮) সাল এর অবসান ঘটে। ১৮৬১ সালে উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন লর্ড ক্যানিং। ঐ একই বছর তিনি উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ সার্ভিস চালু করেন। এছাড়া উপমহাদেশে তিনিই প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন।

■ লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)

ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে।

■ লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০)

তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন পাস করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।

■ লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪)

তিনি সংবাদপত্র আইন রহিত করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ১৮৮২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন। লর্ড রিপন 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক। লর্ড রিপন শ্রমিক কল্যাণের জন্য ১৮৮১ সালের 'ফ্যাক্টরি আইন' পাস করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ আইনের দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম চালু করা হয়। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

■ লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। এক ঘোষণায় তিনি বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। লর্ড কার্জন কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন।

■ লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০)

তিনি ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে মুসলমানদের প্রথম নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

■ লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬)

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাঙালির ঐক্যের আহবান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার জল' গানটি রচনা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে 'বেঙ্গল প্রদেশ' সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলমানদের খুশি করার জন্য ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি ১৯১৫ সালে পাবনার পাকশিতে বৃহত্তম রেলসেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ করেন।

■ লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-২১)

লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন' নামে একটি সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এটি ভারত শাসন আইন (১৯১৯) নামেও পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ছিল কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বড়লাটের হাতে। প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন নীতি কার্যকর ছিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল গভর্নরের হাতে। ফলে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অপূর্ণই থেকে যায়।

■ লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

ব্রিটিশ–ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটলি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জন্ম নেয় ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র। স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করেন। এই কমিশন র‍্যাডক্লিফ কমিশন নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

এক নজরে ব্রিটিশ শাসন

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন (মোঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে চুক্তি করেন)	১৭৬৫
লর্ড কার্টিয়ার	'৭৬-এর মন্বন্তর	১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)
লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১ম গভর্নর জেনারেল	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত	১৭৭২
	পাঁচশালা বন্দোবস্ত	
	একশালা বন্দোবস্ত	
	রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর, রাজস্ব বোর্ড গঠন	
লর্ড কর্নওয়ালিস	দশশালা বন্দোবস্ত	১৭৯০
	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত + সূর্যাস্ত আইন	১৭৯৩

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা	
	সতীদাহ প্রথা বিলোপ (রাজা রামমোহন রায়)	১৮২৯
	আদালতে আরবির বদলে ফার্সি ভাষা প্রচলন	১৮৩৫
লর্ড ডালহৌসি	রেল যোগাযোগ	১৮৫৩
	বিধবা বিবাহ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)	১৮৫৬
	স্বত্ববিলোপ নীতি	
লর্ড ক্যানিং	কাগজের মুদ্রা প্রচলন	১৮৫৭
	সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
	ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে	১৮৫৮
	পুলিশ সার্ভিস	১৮৬১
	১ম বাজেট	১৮৬১
লর্ড রিপন 'ভারতের বন্ধু' খ্যাত	ফ্যাক্টরি আইন	১৮৮১
লর্ড মেয়ো	ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি	১৮৭২
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী- ঢাকা	১৯০৫
	বাংলা প্রদেশের ১ম লেফটেন্যান্ট গভর্নর- ব্যামফিল্ড ফুলার	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়)	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
	রাজধানী কোলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর	

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (পদ্মা)	১৯১৫
লর্ড লিনলিথগো	ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২
লর্ড মাউন্টব্যাটেন (সর্বশেষ বৃটিশ গভর্নর)	পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

বাংলায় ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম

শাসক	পদক্ষেপ	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা	১৭৬৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১৭৯৩
উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ	১৮২৯
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
লর্ড মিন্টো	মর্লি-মিন্টোর সংস্কার আইন	১৯০৯
লর্ড চেমসফোর্ড	মন্টেগু-চেমস ফোর্ড সংস্কার আইন	১৯১৯
লর্ড উইলিংডন	ভারত শাসন আইন	১৯৩৫
লর্ড লিনলিথগো	ক্রিপস মিশন	১৯৪২
লর্ড ওয়াভেল	ক্যাবিনেট মিশন	১৯৪৬
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	ভারত স্বাধীনতা আইন	১৯৪৭

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

সিপাহি বিদ্রোহ

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে। বিদ্রোহের মূল সূচনা হয় ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ ব্যারাকপুর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতি; লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতি; মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ; দেশীয় উপাধি লোপ ও বৃত্তিলোপ; ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ন; সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈতৃক রাজপ্রাসাদ হতে অপসারণ প্রভৃতি কারণে জনগণের মধ্যে অসন্তোষের তীব্র প্রকাশ ঘটে এবং প্রতিকারের প্রত্যাশায় বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; সূর্যাস্ত আইন; সরকার কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি কারণে বহু ভূ-সামন্ত, কৃষক ও বণিক ভূমি হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন নির্যাতন ও জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের কারণে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। ফলে সর্বত্র মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাধে এবং এর বহি:প্রকাশ ঘটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে ১৮৫৮ সালে। কোম্পানির শাসনামল ১৭৫৭-১৮৫৮ সাল।

১৮৫৮ সালে ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নেয়ার ঘোষণাপত্র ঢাকার 'আন্টাঘর ময়দানে' দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী ঘোষণা করা হয়। আন্টাঘর ময়দানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৯৫৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' করা হয়।

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয় এবং গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি উপাধি দেয়া হয়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত করেন 'হিন্দু কলেজ' যা পরবর্তীতে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮২৮ সালে তিনি কল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে ব্রাহ্ম ধর্ম, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার জবাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'সতীদাহ প্রথা' রহিত করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের সংবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৌছানোর জন্য একজন দূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে দূত হিসেবে রামমোহন রায় মনোনীত হন। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ১৮৩০ সালে তাকে রাজা উপাধি প্রদান করে ইংল্যান্ডে পাঠান। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্রপথে বিলেত গিয়েছেন। ১৮৩৩ সালে তিনি ব্রিস্টল শহরে মারা যান। তিনি ১ম বাঙালি হিসেবে গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ১৮৩৩ সালে।

তিতুমীরের আন্দোলন (১৭৮২-১৮৩১)

তিতুমীরের প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি বাঁশের কেল্লা খ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ সালে মক্কায় হজ্ব করতে গেলে সেখানে মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেহলভীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার শিষ্য হন। দেশে ফিরে এসে তিনি ওয়াহাবী আন্দোলন (ধর্ম ও সমাজ সংস্কার) শুরু করেন। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ নবজাগরণ। তার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলা।

১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রেহলভী শিখদের পরাজিত করে পেশোয়ার জয় করলে উজ্জীবিত তিতুমীর প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুরের অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার দুইবার তার বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী পাঠালে তিনি তাদের পরাজিত করেন। ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে তিনি এবং তার বহু অনুচর যুদ্ধে শহীদ হন (১৯ নভেম্বর ১৮৩১)। তার প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুদকে ইংরেজরা ফাঁসি দেয়।

■ হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)

বৃহত্তর ফরিদপুরের (বর্তমান মাদারীপুর) অধিবাসী শরীয়তুল্লাহ বাল্যকাল থেকে ছিলেন ধর্মভীরু। পবিত্র হজ্ব পালনের পর দেশে এসে তিনি জনগণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। তার পরিচালিত আন্দোলনই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত এবং তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনি মুসলমানদের 'ফরজ' বা অবশ্যই পালনীয় কর্মের উপর জোর দেন। এ থেকেই 'ফরায়েজি' শব্দের উৎপত্তি। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। ১৮১৮ সালে এ আন্দোলন শুরু হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ অইসলামিক কর্মকান্ডে সহায়তা করতে নিষেধ করেন তা বিশেষত শ্রাদ্ধ, পৈতা, রথ, দুর্গাপূজা ইত্যাদির জন্য কর প্রদানে নিষেধ করেন। এ কারণে হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের দাড়ির উপর কর বসায়। তিনি মুসলমানদের অইসলামিক কর্মগুলোকে শেরেক ও বেদায়াত-এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পীর পূজা, কবর পূজা, সেজদা ইত্যাদিকে শেরেক এবং জারিগান, মহরমের মাতম প্রভৃতিকে বেদায়াত বলে উল্লেখ করেন। তিনি এদেশকে দারুল হারব বা বিধর্মীর রাজ্য বলে অভিহিত করেন।

■ দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরীয়তুল্লাহর একমাত্র ছেলে দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতার মত শান্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অত্যন্ত সাহসী দুদু মিয়া মুসলমানদের উপর জরিমানা ও ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেন। তেজস্বী ও অসাধারণ কর্মী দুদু মিয়া দৃঢ় হস্তে জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে থাকলে জমিদারেরা শঙ্কিত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করায় তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে মুক্তি পান। 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী' এটি তার বিখ্যাত উক্তি। ফরায়েজীগণ পূর্ববঙ্গে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৬২ সালে তিনি মারা যান। এর মধ্য দিয়ে ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

■ নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয় ১৮৫৪ সালে। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ লাভ করেন। একই বছরে তিনি কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। এটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম সমিতি। মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য মনোনীত হন। সিপাহি বিদ্রোহে তিনি ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। ঢাকার সিপাহি বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশরা তাকে প্রথম নবাব এবং পরে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

■ হাজী মুহম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮১২)

১৭৩২ সালে হুগলি জেলায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি মানব কল্যাণে দান করেছেন। এজন্য তিনি 'দানবীর' ও 'বাংলার হাতেম তাঈ' নামে সুপরিচিত। ১৮০৬ সালে তিনি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা সম্পত্তি দিয়ে 'মুহসীন ট্রাস্ট' গঠন করলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। পরবর্তীতে 'মুহসীন ট্রাস্টের' অর্থ কেবল গরীব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি হুগলি কলেজ ও হুগলি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১২ সালে তিনি কলকাতায় ইন্তেকাল করেন।

■ সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালের ৮ এপ্রিল হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ। 'The Spirit of Islam' নামে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামক মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হলে ১৯০৮ সালে তার নেতৃত্বে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা গঠিত হয়। তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা আইন পাস হয় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। এ আইন প্রবর্তনের ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বাংলার প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের ফলে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

■ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বিদ্রোহ করেন ফকির সন্ন্যাসীরা। তারা ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিরগণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্রোহী কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

■ তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন হল কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ আন্দোলনের প্রধান দুটি দাবী হল-জমিতে চাষীর অধিকার এবং বর্গাচাষীর ফসলের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান।

■ চাকমা বিদ্রোহ

চাকমাগণ মুঘল আমলে খুব অল্প পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করত, যা দ্রব্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে ১৭৬০ সালে। ১৭৭২-৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে নতুন আইনে বর্ধিত হারে মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করে। পার্বত্য অঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতি প্রবর্তন করায় পাহাড়ে ব্যাপক জন অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৭৭৭ সালে রাজস্ব আরো বৃদ্ধি করা হলে জোয়ান বক্স কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দশ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধ অবশেষে চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়।

এক কথায় উত্তর

১. সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করে কত সালে?
উত্তর: ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট।

২. ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয় কাকে?
উত্তর: গভর্নর জেনারেলকে।

৩. জমিদারদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার্থে ক্যানিং কোন আইন চালু করেন?
উত্তর: টেন্যান্সি অ্যাক্ট বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

৪. ইন্ডিয়ান সিভিল আইন পাস করেন কে?
উত্তর: লর্ড ক্যানিং।

৫. ইন্ডিয়ান হাউজ কী?
উত্তর: ভারত সচিবের সদর দপ্তর।

৬. লর্ড লিটন ভিক্টোরিয়াকে 'কাইসার-ই-হিন্দ' (Kaiser-i Hind) ঘোষণা করেন কবে?
উত্তর: ১ জানুয়ারি ১৮৭৭।

৭. কোন পত্রিকা লর্ড লিটন তথা ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করে?
উত্তর: অমৃতবাজার।

৮. ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন কে?
উত্তর: লর্ড লিটন।

৯. ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন পাশ করেন কে?
উত্তর: লর্ড লিটন।

১০. ভারত বর্ষে ১ম আদমশুমারি করা হয় কবে?
উত্তর: ১৮৭২ সালে।

১১. ১৯০৫ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন?
উত্তর: লর্ড কার্জন।

১২. ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরের ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ তথা বঙ্গভঙ্গ করেন কে?
উত্তর: লর্ড কার্জন।

১৩. কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন কে?
উত্তর: লর্ড কার্জন।

১৪. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গর্ভনর কে ছিলেন?
উত্তর: ব্যামফিল্ড ফুলার।

১৫. ভারতীয় উপমহাদেশে ১ম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন কে?
উত্তর: লর্ড রিপন।

১৬. ভারতের ১ম শিক্ষা কমিশনের নাম কী?
উত্তর: হান্টার কমিশন।

১৭. 'ইলবার্ট বিল' কার সময়ে পাশ করা হয়?
উত্তর: লর্ড রিপনের সময়।

১৮. হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন কে?
উত্তর: রাজা পঞ্চম জর্জ।

১৯. বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন কে?
উত্তর: ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।

২০. ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে কোন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়?
উত্তর: বেঙ্গল প্রদেশ।

২১. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট কে ছিলেন?
উত্তর: লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

২২. ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: এটলি।

২৩. ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোন আইন পাশ হয়?
উত্তর: 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়।

২৪. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করে স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত কোন কমিশন?
উত্তর: র‍্যাডক্লিফ কমিশন।

২৫. পাকিস্তান ও ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট।

২৬. অবিভক্ত বাংলার শেষ গর্ভনর কে ছিলেন?
উত্তর: স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

২৭. পাক ভারত উপমহাদেশে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় কত সালে?
উত্তর: ১৮৫৭ সালে।

২৮. কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কবে?
উত্তর: ১৮৫৮ সালে।

২৯. ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যাস্ত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৮৫৮ সালে। ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম 'বাহাদুর শাহ পার্ক' করা হয় ১৯৫৭ সালে।

৩০. রাজা রামমোহন রায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?
উত্তর: ১৮১৭ সালে।

৩১. রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন কবে?
উত্তর: ১৮২৮ সালে।

৩২. রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন কে?
উত্তর: সম্রাট ২য় আকবর, ১৮৩০ সালে।

৩৩. রাজা রামমোহন রায় মারা যান কবে, কোথায়?
উত্তর: ১৮৩৩ সালে, ব্রিস্টল শহরে।

৩৪. কোন বাঙালি প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহীদ হয়েছিলেন?
উত্তর: শহীদ তিতুমীর।

৩৫. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: সৈয়দ মীর নিসার আলী।

৩৬. তিতুমীরের জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর: চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার- চাঁদপুর গ্রামে (মতান্তরে হায়াদারপুর)।

৩৭. কার নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়?
উত্তর: লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।

৩৮. ইংরেজ সৈন্যরা নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন কবে?
উত্তর: ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর।

৩৯. তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ইতিহাসে তা কী নামে পরিচিত?
উত্তর: বারাসাতের বিদ্রোহ।

৪০. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর: হাজী শরীয়তুল্লাহ

৪১. হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্ম কোথায়?
উত্তর: মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার- শ্যামাইল গ্রামে।

৪২. দার-উল-হারব কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: বিধর্মী রাজ্য/যে রাজ্য ইসলামী অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় না।

৪৩. ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো কোথায়?
উত্তর: ফরিদপুর।

৪৪. ফরায়েজী শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত?
উত্তর: ফরজ।

৪৫. ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৮১৮ সালে।

৪৬. হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর: দুদু মিয়া।

৪৭. দুদু মিয়ার আসল নাম কী?
উত্তর: পীর মোহাম্মদ মুহসীন উদ্দীন আহমদ।

৪৮. দুদু মিয়ার নেতৃত্ব ফরায়েজি আন্দোলন রূপ নেয় কীসে?
উত্তর: সশস্ত্র সংগ্রামে।

৪৯. মক্কা যাওয়ার পথে দুদু মিয়া কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উত্তর: বাংলার সংগ্রামী নেতা তিতুমীর এর সাথে।

৫০. দুদু মিয়াকে সমাহিত করা হয় কোথায়?
উত্তর: ঢাকার বংশালে।

৫১. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন কোন কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে?
উত্তর: হিন্দু কলেজ।

৫২. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা কে?
উত্তর: হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

৫৩. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী ছিল?
উত্তর: পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য।

৫৪. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কবে গঠন করা হয়?
উত্তর: ১৮৬৩ সালে।

৫৫. মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করেন কে?
উত্তর: নবাব আবদুল লতিফ।

৫৬. মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য মনোনীত হন কে?
উত্তর: নবাব আবদুল লতিফ।

৫৭. ফকিররা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিল কোন সময়?
উত্তর: ১৭৬০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।

৫৮. ফকিরগণ ইংরেজদের ওপর হামলা করে কত সালে?
উত্তর: ১৭৬৩ সালে।

৫৯. ১৭৬৪ সালের সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম কাদের সাহায্য কামনা করেন?
উত্তর: ফকির সন্ন্যাসীদের।

৬০. কার মৃত্যুর পর নেতৃত্বের অভাবে ফকির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে?
উত্তর: মজনু শাহের।

৬১. ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ফকির মজনু শাহ কোন জমিদারকে পত্র দেন?
উত্তর: নাটোরের রানী ভবানীর কাছে।

৬২. সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন কে?
উত্তর: উইলিয়াম হান্টার।

৬৩. বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ও নায়িকা নামে পরিচিত কারা?
উত্তর: ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী।

৬৪. কোন অত্যাচারী জমিদার রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের জন্য দায়ী?
উত্তর: দেবী সিংহ।

৬৫. ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মের কে সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ চন্দ্র।

৬৬. A Short History of Saracens গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: সৈয়দ আমীর আলী।

৬৭. Central national mohamadan association নামক মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কে?
উত্তর: সৈয়দ আমীর আলী।

৬৮. বাংলার হাতেম তাই বলা হয় কাকে?
উত্তর: হাজী মুহম্মদ মুহসীনকে।

৬৯. "মুহসীন ট্রাস্ট" গঠনে হাজী মুহম্মদ মুহসীন কত টাকা দান করেন?
উত্তর: ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

৭০. তেভাগা আন্দোলনের সময়কাল কত?
উত্তর: (১৯৪৬-৪৭) সাল পর্যন্ত।

৭১. তেভাগা আন্দোলনের দাবি কী ছিল?
উত্তর: উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ পাবে চাষী এবং ১ ভাগ পাবে মালিক।

৭২. তেভাগা আন্দোলনের তীব্র আকার ধারণ করে কোথায়?
উত্তর: দিনাজপুর ও রংপুর জেলায়।

৭৩. তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: ইলা মিত্র।

৭৪. চাকমা বিদ্রোহের সময় তাদের রাজা কে ছিলেন?
উত্তর: জোয়ান বক্স খান।

৭৫. চাকমা বিদ্রোহের প্রধান কারণ কী ছিলো?
উত্তর: চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ইত্যাদি।

৭৬. চাকমা বিদ্রোহ চলে কত বছর?
উত্তর: প্রায় ১০ বছর।

৭৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার কবে গ্রহণ করে?
উত্তর: ১৭৬০ সালে।

Teacher's Work

১. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় বা বড়লাট গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? *(২৯, ১৬তম বিসিএস)*
ক লর্ড ওয়াভেল খ লর্ড কার্জন গ লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ লর্ড মাউন্টব্যাটেন **ঘ**

২. সতীদাহ প্রথা রহিত করা হয় কবে? *(২২তম বিসিএস)*
ক ১৮১৯ খ ১৮২৯ গ ১৮৩৯ ঘ ১৮৪৯ **খ**

৩. জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী-এটি কার ঘোষণা? *(১৮তম বিসিএস)*
ক তিতুমীর খ ফকির মজনু শাহ গ দুদু মিয়া ঘ হাজী শরীয়তউল্লাহ **গ**

উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন

■ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

■ আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের উদ্যোক্তা। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য এ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

■ বঙ্গবিভাগ

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব মানতে চাইতো না এবং সুযোগ পেলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতো। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নৈতিক শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ বাংলা প্রদেশ একজন গভর্নরের অধীনে সুশাসন পরিচালনা দুরুহ-এ যুক্তিতে ব্রিটিশগণ বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০০ সালে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা দেন এবং ১৯০১ সালে মি. ফ্রেজারকে বাংলা প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের ঘোষণার মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়া হয়- সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত দিল্লির দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর। বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি রচনা করেন- 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। বঙ্গভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ ।

■ স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়া হয়- সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত দিল্লির দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর।

■ মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিকার-উল মূলক। সভায় ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব দিলে উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এটি সমর্থন করেন। এভাবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

■ প্রাদেশিক নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি আসনে, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসনে এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১ টি আসনে এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৪টি আসনে বিজয়ী হয়।

■ এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা

সব দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক।

■ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

■ লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তার এ ঘোষণা দ্বি-জাতি তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিল না। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবের সংশোধন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

■ ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার পথ রুদ্ধ হলে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। এসময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট এটলী। ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তানের হাতে এবং ১৫ আগস্ট দিল্লীতে ভারতীয়দের হাতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।

■ ক্ষুদিরাম

১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট ফাঁসি হয় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ক্ষুদিরামের। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বিহারে মোজাফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করলে আরোহী দুজন নিহত হন, কিংসফোর্ড গাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে হত্যার প্রচেষ্টায় এবং নিরীহ দু'জন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' লিখেছেন, কলকাতার বাকুড়ার লৌকিক গীতিকার পীতাম্বর দাস।

■ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের শিষ্য। তিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকার্যে অংশ নেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সূর্যসেনের নারী সেনানী। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব অপারেশন শেষে ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়লে তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড পানে আত্মহত্যা করেন।

নীল বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কারণে বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ বণিকেরা বাংলায় আসে এবং নীল চাষ শুরু করে। তবে চাষীদের ন্যায্য মূল্য না দেয়ায় চাষীরা নীলচাষে সম্মত হয়নি। নীল চাষীদের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চাষীরা নত শিরে মেনে নিলেও কোথাও কোথাও নীল চাষীদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ঘটে। চাষীরা সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষে অসম্মতি জানায় এবং আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয়। ১৮৫৯-৬০ সালে উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার নীল কমিশন গঠন করে। কমিশন নীলচাষীদের পক্ষে আইন পাস করে- চাষীদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা যাবে না প্রত্যয় উল্লিখিত ছিল। এর ফলে ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। বাংলার নীল বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন। রাজনৈতিক সচেতনতার ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত করেছিল এই নীল বিদ্রোহ। নীলকরদের অত্যাচার নিপীড়ন ও শোষণের কাহিনী তুলে ধরেছেন কথাশিল্পী দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে তার 'নীলদর্পন' নাটকে।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষিত হয় ১৯৩৯ সালে। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রস্তাবই হল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূলকথা হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন না। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' শব্দটি নেই।

লক্ষ্মৌ চুক্তি

১৯১৬ সালে ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে লক্ষ্মৌ শহরে নিজ নিজ দলের দলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে উভয় দলের নেতারা ঐতিহাসিক লক্ষ্মৌ চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি মূলত হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মূল্যবান দলিল।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং যেকোন লোককে নির্বাসন এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাঞ্জাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলাকালে সরকার গুলি চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার সমবেত জনগণকে কোনরূপ হুশিয়ারি প্রদান না করে তার সেনাবাহিনীকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচারিত হলে সমস্ত ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

খিলাফত আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানগণ উসমানী খেলাফতের তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্য ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এতে ভারতের মুসলমানরা পড়ে উভয় সংকটে। একদিকে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা অপরদিকে তুরস্কের সুলতান ছিল তাদের খলিফা। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের ফলে ব্রিটিশরা উসমানী সাম্রাজ্যর ক্ষতি সাধন করে। তুরস্ককে ভেঙ্গে চুরমার করে মুসলমানদের মনে প্রবল আঘাত হানে। উসমানী সাম্রাজ্য এর অখন্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী। রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালের ১০ মার্চ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, অফিস আদালতে কাজ করবে না, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি।

স্বরাজপার্টি ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরাজদল বাংলার আইন পরিষদে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অচল করার জন্য নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮)

সাইমন কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ভারতবাসীর জন্য উপযোগী শাসন সংস্কারের চেষ্টা চালায়। এ পর্যায়ে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯)

নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন যা জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩২)

গান্ধী ভারতে 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৯৩২ সালে গান্ধী সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

গোল টেবিল বৈঠক

প্রথম দফা

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে সাইমন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য সরকার ১৯৩০ সালে লন্ডনে 'গোল টেবিল' বৈঠক ডাকেন। মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বৈঠকে যোগদান করেন। জিন্নাহ এই বৈঠকে তার চৌদ্দদফা পেশ করেন। কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

ক্রিপস মিশন (১৯৪২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের শুরু হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে সেখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং বাংলা খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

মন্ত্রী মিশন

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তার মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এ তিন মন্ত্রীবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। এ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

১। যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
২। ক্ষমতা বন্টন ও দ্বৈত শাসন প্রবর্তন
৩। পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ
৪। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং বার্মার পৃথকীকরণ
৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন এবং বিচার বিভাগীয় প্রধান্য প্রতিষ্ঠা।

এক নজরে প্রতিষ্ঠাতা

ব্রাহ্মসমাজ	রাজা রামমোহন রায়
মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি	স্যার সৈয়দ আহমদ খান
অসহযোগ আন্দোলন	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)
'মহাত্মা' উপাধি প্রদান করেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বি-জাতি তত্ত্ব (১৯৩৯)	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

এক নজরে ব্রিটিশ শাসনামলের ঘটনাবলি

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	১৭৬০-১৮০০
	প্রধান-মজনু শাহ
	রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর ও ঢাকায় বিরোধী তৎপরতা ছিল
চাকমা বিদ্রোহ	১৭৭৭-১৭৮৭, পার্বত্য চট্টগ্রামে
বারাসত বিদ্রোহ	প্রধান- শহীদ তিতুমীর
	প্রকৃত নাম- সৈয়দ মীর নিসার আলী
	শহীদ তিতুমীর হলো প্রথম বাঙালি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে
	তিতুমীর ১৮২৫ সালে বারাসাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন
	তিতুমীর ১৮৩১ সালের নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন
	লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট এর নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়
	তিতুমীর মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন
	তিতুমীর মৃত্যুবরণ করেন ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ সালে
	তিতুমীর ২৪ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন
ফরায়েজী আন্দোলন	নেতৃত্ব দেন- হাজী শরীয়তুল্লাহ
	হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮১ সালে মাদারীপুর জেলাধীন শিবচর থানার শ্যামাইল গ্রামে
	হাজী শরীয়তুল্লাহ মারা যায় ১৮৪০ সালে
	ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লায় এ আন্দোলন ছিল
	পুত্র-মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া
	জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী-দুদু মিয়া
	১৮৫৭ সালে

সিপাহী বিদ্রোহ	'এনফিল্ড' নামক রাইফেলের কার্তুজকে কেন্দ্র করে এ বিদ্রোহ গড়ে ওঠে
	২৬ জানুয়ারী, ১৮৫৭ সালের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা ১ম বিদ্রোহ করে
	এটি ভারত উপমহাদেশের ১ম স্বাধীনতা যুদ্ধ
নীল বিদ্রোহ	১৮৫৯-১৮৬০ সালে
	ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসাত
Central National Mohammedan Association	১৮৭৭ সালে
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫
	প্রতিষ্ঠাতা- সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম
	বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বেতে
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫ সালে
স্বদেশী আন্দোলন	বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন
মুসলিম লীগ	প্রতিষ্ঠা- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬
	প্রকৃত নাম- 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'
	উদ্যোক্তা- নবাব সলিমুল্লাহ, আগা খান ও নওয়াব ভিকার-উল-মূলক
সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন	১৯০৬ সালে
	প্রধান সংগঠন- ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' নেতা-পুলিন বিহারী দাশ) ও কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি' (নেতা-বাঘা যতিন)
	ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টার দা সূর্যসেন ও প্রফুল্ল চাকি এ আন্দোলনের সদস্য
	এ আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা- পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ (১৯৩২)। এতে নেতৃত্ব দেন- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (মাস্টার দা সূর্যসেন এর শিষ্য)

	মাস্টার দা সূর্যসেন এর ফাঁসি হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ সালে
	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ১ম শহীদ-ক্ষুদিরাম
	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ১ম নারী শহীদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
লক্ষ্ণৌ চুক্তি	১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালে
	এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দলিল
রাওলাট আইন	১৯১৯ সালে
	এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও যে কাউকে বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেয়া হতো
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড	৫ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সমবেত জনতাকে হত্যা করা হয় ১৩ এপ্রিল
খিলাফত আন্দোলন	১৯১৯ সালে
	নেতৃত্ব- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী ও আবুল কালাম আজাদ
	তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার আন্দোলন
অসহযোগ আন্দোলন	১ মার্চ, ১৯২০
	নেতৃত্ব-মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)
স্বরাজদল গঠন	চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে গঠিত
বেঙ্গল প্যাক্ট	১৯২৩ সালে
	এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
সাইমন কমিশন	১৯২৭-১৯৩০ সাল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের আরও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেবার কথা বিবেচনা করে।
নেহেরু রিপোর্ট	মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জন্য উপযোগী শাসন সংস্কারের প্রচেষ্টা
জিন্নাহর চৌদ্দদফা	মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় ১৯২৯ সালে এটি পেশ করেন। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে জিন্নাহ এটি উত্থাপন করেন
আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন	১৯৩০-১৯৩২। 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবীতে মহত্মাগান্ধী এ আন্দোলন করেন
গোল টেবিল বৈঠক	১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে লন্ডনে বসে। ১৯৩০ সালে ১ম বৈঠকে কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকায় ও ১৯৩১ সালে গান্ধী ও মুসলমান সমঝোতা না হওয়ায় উভয় বৈঠক ব্যর্থ
ভারত শাসন আইন	১৯৩৫ সালে। সাইমন কমিশন ও গোল টেবিল বৈঠকের আলোকে এ আইন প্রবর্তন হয়।
	এটি দ্বারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন হয়
	১৯৩৭ সালে

প্রাদেশিক নির্বাচন	এটি অবিভক্ত বাংলায় ১ম প্রাদেশিক নির্বাচন
	ফলাফল- মুসলিম লীগ-৪০টি; কৃষক প্রজা পার্টি-৩৫টি; স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি ও স্বতন্ত্র হিন্দু ১৪টি আসনে জয়ী হয়
ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা	মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন করে গঠিত
	অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী-এ.কে ফজলুল হক
	জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য 'ক্লাউড কমিশন' গঠন (১৯৩৮ সালে)
	বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রবর্তন (১৯৩৮) ও ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন (১৯৩৮)
	Bengal Money Lenders Act প্রবর্তন
	নারী শিক্ষার জন্য ঢাকায় ইডেন কলেজ ও বরিশালে চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা
	অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন
	বাংলায় আইন প্রবর্তন করেন
	জিন্নাহর সাথে মতানৈক্যের জন্য ১৯৪১ সালে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এ. কে ফজলুল হক
লাহোর প্রস্তাব	১৯৩৯ সালে জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন
	২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এ.কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন
শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা	১৯৪১ সালের মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে এ কে ফজলুল হক ও হিন্দু নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামের সহযোগে গঠিত মন্ত্রিসভা- এটি ২য় হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত
ক্রিপস মিশন	২য় বিশ্ব যুদ্ধে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে সাহায্য লাভের জন্য ১৯৪২ সালের ভারতে প্রেরিত মিশন
ভারতছাড় আন্দোলন	১৯৪২ সালের মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ (বাংলা ১৩৫০) সালের দুর্ভিক্ষ
কেবিনেট মিশন	১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারতে প্রেরিত ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল
সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভা	১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত। এ প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাশেম ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে মুসলিম লীগ জয়ী হয়
	ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী বা অবিভক্ত বাংলার শেষ মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
তেভাগা/কৃষক আন্দোলন	১৯৪৬-৪৭
	নেত্রী- ইলা মিত্র
	বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় এ আন্দোলন হয় (দিনাজপুর ও রংপুরে তীব্ররূপ)

এক কথায় উত্তর

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

২. কংগ্রেস কোন নীতিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে থাকে?
উত্তর: 'অখণ্ড ভারত' নীতিতে।

৩. ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কার সভাপতিত্বে?
উত্তর: ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে।

৪. ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় কখন?
উত্তর: ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর।

৫. মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম কী ছিল?
উত্তর: নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

৬. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কার উদ্যোগে?
উত্তর: নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে।

৭. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
উত্তর: মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

৮. বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে?
উত্তর: এ কে ফজলুল হক।

৯. বাংলার গভর্নরের সাথে বিরোধের ফলে এ কে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন কে?
উত্তর: মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দীন।

১০. বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে?
উত্তর: সোহরাওয়ার্দী।

১১. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।

১২. লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন কে?
উত্তর: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

১৩. লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবি কী ছিলো?
উত্তর: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।

১৪. বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ সালিশী বোর্ড প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন কে?
উত্তর: এ কে ফজলুল হক।

১৫. লাহোর প্রস্তাব কি নামে পরিচিত?
উত্তর: পাকিস্তান প্রস্তাব।

১৬. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কবে "দ্বি-জাতি তত্ত্ব" ঘোষণা করেন?
উত্তর: ১৯৩৯ সালে।

১৭. বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কত সালে মন্ত্রিসভা গঠন করেন?
উত্তর: ১৯৪৬ সালে।

১৮. মাস্টার দা সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন কবে?
উত্তর: ১৮ এপ্রিল ১৯৩০।

১৯. মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয় কবে?
উত্তর: ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে।

২০. সূর্যসেনের শিষ্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কিভাবে মারা যান?
উত্তর: পটাশিয়াম সায়ানাইড পানে আত্মহত্যা করেন।

২১. ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় কবে?
উত্তর: ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট।

২২. "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" গানটি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে?
উত্তর: ক্ষুদিরাম।

২৩. স্বাধীন ভারতের ১ম গর্ভনর জেনারেল কে?
উত্তর: লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

২৪. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে।

২৫. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কার নির্দেশে সংঘটিত হয়?
উত্তর: জেনারেল ডায়ার।

২৬. রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি (১৯১৫) প্রত্যাখান (১৯১৯) করেন কেন?
উত্তর: জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ।

২৭. নীল বিদ্রোহ শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৮৫৯-৬০ সালে।

২৮. ইংরেজ সরকার নীল বিদ্রোহ দমনের জন্য কি গঠন করে?
উত্তর: নীল কমিশন।

২৯. নীল বিদ্রোহের অবসান হয় কবে?
উত্তর: ১৮৬০ সালে

৩০. লক্ষ্মী চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯১৬ সারের ১৬ ডিসেম্বর।

৩১. জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যান কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পাঞ্জাবের অমৃতসরে।

৩২. খিলাফত আন্দোলন কত সালে শুরু হয়?
উত্তর: ১৯১৯ সালে।

৩৩. খিলাফত আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

৩৪. অসহযোগ আন্দোলনের জনক কে?
উত্তর: মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী।

৩৫. অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাল কত?
উত্তর: ১৯২০-১৯২২।

৩৬. চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বেঙ্গল প্যাক্ট কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯২৩ সালে।

৩৭. নেহেরু রিপোর্ট কবে পেশ করা হয়?
উত্তর: ১৯২৮ সালে।

৩৮. নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে জিন্নাহ ১৯২৯ কয় দফা দাবি পেশ করেন?
উত্তর: ১৪ দফা।

৩৯. ভারতীয় উপমহাদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়কাল কত?
উত্তর: ১৯৩০-৩২।

৪০. ১ম গোল টেবিল বৈঠক লন্ডনে কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩০ সালে।

৪১. ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশনের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

৪২. ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেন কে?
উত্তর: মহাত্মা গান্ধী।

৪৩. পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলা কত সালে দেখা দেয়?
উত্তর: ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৪৪. কোন আইন দ্বারা বার্মাকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে পৃথক করা হয়?
উত্তর: ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)।

৪৫. গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Teacher's Work

১. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ভারত শাসন আইন" পাশ হয়-
ক ১৭৭৩ খ ১৭৮৪ গ ১৯৩৫ ঘ ১৯৪৬ — গ

২. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয় কোন শহরে?
ক লাহোর খ করাচি গ ঢাকা ঘ বোম্বাই — গ

৩. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন?
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ লিয়াকত আলী খান গ স্যার সলিমুল্লাহ ঘ স্যার সৈয়দ আহমদ — ক

Unique Question for Student Practice

১. 'বর্গী' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক) মহারাষ্ট্রীয় খ) হিন্দি গ) তামিল ঘ) তুর্কি — ক

২. কত সালে সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৫৬ খ) ১৮৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৮৫৭ — ক

৩. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?
ক) নবাব আলীবর্দী খাঁ খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ) ফকির মজনু শাহ — গ

৪. সিরাজউদ্দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন?
ক) উদয়নালা খ) বক্সা গ) কাটোয়া ঘ) পলাশী — ঘ

৫. নবাব মীর কাসিমের বাংলার শাসনকাল-
ক) ১৭৬০-১৭৬৪ খ) ১৭৬৭-১৭৭১
গ) ১৭৬৩-১৭৬৯ ঘ) ১৭৫৭-১৭৬৭ — ক

৬. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক) ১৬৬০ খ) ১৭০৭ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৬৪ — ঘ

৭. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত স্থান–
ক) রমনা পার্ক খ) ন্যাশনাল পার্ক
গ) গুলশান পার্ক ঘ) বাহাদুর শাহ পার্ক — ঘ

৮. ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কোন সালে?
ক) ১৯৭২ খ) ১৮৫০ গ) ১৮৭২ ঘ) ১৯০১ — গ

৯. ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক-
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড রিপন
গ) লর্ড ডাফরিন ঘ) লর্ড লিটন — খ

১০. লর্ড লিটন কতসালে 'আর্মস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন?
ক) ১৮৭৬ সালে খ) ১৮৭৮ সালে
গ) ১৮৮০ সালে ঘ) ১৮৮২ সালে — খ

১১. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৯০৫ গ) ১৮৭৫ ঘ) ১৯১১ — খ

১২. ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়-
ক) ১৯১২ সালে খ) ১৮১২ সালে
গ) ১৮৫৭ সালে ঘ) ১৮৬৫ সালে — ক

১৩. কোন ব্রিটিশ শাসকের সময় ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়?
ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন খ) লর্ড কর্নওয়ালিস
গ) লর্ড বেন্টিংক ঘ) লর্ড ডালহৌসি — ক

১৪. কোন দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে?
ক) ইংল্যান্ড খ) ফ্রান্স গ) হল্যান্ড ঘ) ডেনমার্ক — ক

১৫. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক) ঢাকা খ) মুর্শিদাবাদ গ) কলকাতা ঘ) আগ্রা — গ

১৬. দুদু মিয়া কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত?
ক) তেভাগা খ) ফরায়েজী গ) স্বদেশী ঘ) ওয়াহাবী — খ

১৭. পাক-ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ- অথবা, সিপাহী বিদ্রোহ কোন সনে শুরু হয়?
ক) ১৭৫১ খ) ১৮৫৭ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৭১ — খ

১৮. নীল বিদ্রোহ কখন সংঘটিত হয়?
ক) ১৪৪২-৪৪ সালে খ) ১৮৫৯-৬০ সালে
গ) ১৮৯৪-৯৬ সালে ঘ) ১৯১৭-২০ সালে — খ

১৯. বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহের অবসান হয়-
ক) ১৮৫৮ সালে খ) ১৮৫৬ সালে গ) ১৮৫৯ সালে ঘ) ১৮৬০ সালে — ঘ

২০. কি কারণে বাংলাদেশ হতে নীলচাষ বিলুপ্ত হয়?
ক) নীলচাষ নিষিদ্ধ করার ফলে খ) নীলকরদের অত্যাচারের ফলে
গ) নীলচাষীদের বিদ্রোহের ফলে ঘ) কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে — ঘ

২১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক) ১৮৫৮ সালে খ) ১৮৮৫ সালে
গ) ১৯০৬ সালে ঘ) ১৯০৯ সালে — খ

২২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন-
ক) জওহরলাল নেহেরু খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) অক্টোভিয়ান হিউম ঘ) ইন্দিরা গান্ধী — গ

২৩. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি-
ক) আনন্দমোহন বসু খ) অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম
গ) মতিলাল নেহেরু ঘ) উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ঘ

২৪. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন কে?
ক) বল্লভভাই প্যাটেল খ) অরবিন্দ ঘোষ
গ) হাজী শরীয়াতুল্লাহ ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — খ

২৫. যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেয়া হয় তার নাম-
ক) কিংসফোর্ড খ) লর্ড হর্ডিঞ্জ গ) হাডসন ঘ) সিম্পসন — ক

২৬. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কার শিষ্য ছিলেন?
ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের খ) মাস্টারদা সূর্যসেনের
গ) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘ) মহাত্মা গান্ধীর — খ

২৭. বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে কে উত্থাপন করেন–
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) এ. কে. ফজলুল হক — ঘ

২৮. লাহোর প্রস্তাব ছিল–
ক) স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব খ) পাকিস্তান প্রস্তাব
গ) ভারত বিভাগের প্রস্তাব
ঘ) ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব — ঘ

২৯. ইংরেজী কোন সনের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত?
ক) ১৭৭০ সালে খ) ১৮৬৬ সালে
গ) ১৮৯৯ সালে ঘ) ১৯৪৩ সালে — ঘ

৩০. অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী-
ক) আবুল হাসেম খ) এ. কে. ফজলুল হক
গ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ) খাজা নাজিমউদ্দীন — ঘ

৩১. ভারতে কেবিনেট মিশন কখন এসেছিল?
ক) ১৯৪০ সালে খ) ১৯৪৬ সালে
গ) ১৯৪২ সালে ঘ) ১৯৪৭ সালে — খ

৩২. প্রথম বার কত সালে বাংলা বিভক্ত হয়?
ক) ১৭৫২ সালে খ) ১৭৫৭ সালে
গ) ১৮৫৭ সালে ঘ) ১৯০৫ সালে — ঘ

৩৩. বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন-
ক) ইসলাম খান খ) মুর্শিদকুলী খান
গ) সরফরাজ খান ঘ) আলীবর্দী খান — খ

৩৪. মুসলমান শাসনামলে এদেশে এসে অত্যাচার ও লুট করেছে কারা?
ক) জলদস্যুরা খ) পর্তুগিজরা গ) বর্গীরা ঘ) ইংরেজরা — গ

৩৫. 'লুণ্ঠনপ্রিয় বর্গী' বলা হতো কাদের?
ক) মারাঠি সৈন্যদলকে খ) মুঘল সৈন্যদলকে
গ) বার্মার সৈন্যদলকে ঘ) ইংরেজ সৈন্যদলকে — ক

৩৬. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম কী?
ক) জয়েন উদ্দিন খ) আলীবর্দী খাঁ
গ) শওকত জং ঘ) হায়দার আলী — ক

৩৭. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন নদীর তীরে?
ক) হুগলি খ) গঙ্গা গ) দামোদর ঘ) ভাগীরথী — ঘ

৩৮. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ-
ক) ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ
গ) আগষ্ট (১৯৪২) বিদ্রোহ ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ — ক

৩৯. ফকির আন্দোলন সংঘটিত হয় কোন শতাব্দীতে?
ক) সপ্তম শতাব্দীতে খ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে
গ) ঊনবিংশ শতাব্দিতে ঘ) বিংশ শতাব্দিতে — খ

৪০. ফকির আন্দোলনের নেতা কে?
ক সিরাজ শাহ খ মোহসীন আলী
গ মজনু শাহ ঘ জহীর শাহ গ

৪১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে–
ক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক

৪২. বাঁশের কেল্লাখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে?
ক ফকির মজনু শাহ খ দুদু মিয়া
গ তিতুমীর ঘ মীর কাশিম গ

৪৩. তিতুমীরের দুর্গের মূল উপাদান কি ছিল?
ক ইট খ পাথর গ বাঁশ ঘ কাঠ গ

৪৪. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল–
ক ফরিদপুর খ শরীয়তপুর গ খুলনা ঘ যশোর ক

৪৫. নিচের কে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক জওহরলাল নেহেরু খ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ মহাত্মা গান্ধী ঘ এ. কে. ফজলুল হক গ

৪৬. অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ক কে?
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ মাওলানা মোহাম্মদ আলী
গ আগা খান ঘ আবদুর রহিম খ

৪৭. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সাল দুটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত?
ক বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদিত
খ খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
গ বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন
ঘ গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোন ক

৪৮. কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন–
ক মাওলানা ভাসানী খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ এ. কে. ফজলুল হক ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ

৪৯. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক এটলি খ চার্চিল গ ডিজরেইলি ঘ গ্লাডস্টোন ক

৫০. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত-
ক র‍্যাডক্লিফ কমিশন খ সাইমন কমিশন
গ লরেন্স কমিশন ঘ ম্যাকডোনাল্ড কমিশন ক

৫১. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন–
ক স্যার জন হাবার্ট খ এন্ডারসন
গ স্যার এফ বারোজ ঘ আর জি কে সি গ

৫২. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?
ক এ.কে ফজলুল হক খ সোহরাওয়ার্দী
গ খাজা নাজিম উদ্দীন ঘ নুরুল আমিন ক

৫৩. মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল?
ক মেদিনীপুরে খ ব্যারাকপুরে গ চট্টগ্রামে ঘ আন্দামানে গ

৫৪. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক ১৯০৫ সালে খ ১৯০৬ সালে
গ ১৯১০ সালে ঘ ১৯১১ সালে খ

৫৫. ইলা মিত্র অংশগ্রহণ করেন-
ক ওয়াহাবী আন্দোলনে খ নীল বিদ্রোহে
গ তেভাগা আন্দোলনে ঘ সিপাহী বিদ্রোহে গ

৫৬. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক বারাসত খ নারিকেলবাড়িয়া গ চাঁদপুর ঘ হায়দারপুর খ

৫৭. নবাব সুজাউদ্দিন খানের বাংলার শাসনকাল-
ক ১৭২৭-১৭৩৯ খ ১৭৪২-১৭৫৫
গ ১৭৩০-১৭৪৩ ঘ ১৭১৭-১৭২৭ ক

৫৮. নবাব সরফরাজ খানের বাংলার শাসনকাল-
ক ১৭২৭-১৭৩৯ খ ১৭৩৯-১৭৪০
গ ১৭৩০-১৭৪০ ঘ ১৭১৭-১৭২৭ খ

৫৯. সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম কী ছিল?
ক মীর্জা মোহাম্মদ খ মীর্জা আলম
গ মীর্জা খলিল ঘ মীর্জা আজম ক

৬০. কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে?
ক পলাশীর যুদ্ধ খ পানিপথের যুদ্ধ
গ বক্সারের যুদ্ধ ঘ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ক

৬১. কোন ঘটনার জন্য ১৭৫৭ সাল ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত?
ক সিপাহী বিপ্লব খ পলাশীর যুদ্ধ
গ পানিপথের যুদ্ধ ঘ জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড খ

৬২. পলাশীর যুদ্ধে মারা যান-
ক মীরমদন খ ইয়ার লতিফ গ মোহনলাল ঘ রাজবল্লভ ক

৬৩. মীর কাসিম কত সালে নবাব নিযুক্ত হন?
ক ২০ অক্টোবর, ১৭৬০ খ ১৩ আগস্ট, ১৭৬১
গ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ ঘ ৩০ মার্চ, ১৭৬১ ক

৬৪. কতসালে ইউরোপ হতে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়?
ক ১৪৮৭ সালে খ ১৪৯০ সালে
গ ১৪৯৮ সালে ঘ ১৫০২ সালে ক

৬৫. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা কত সালে ভারতে পৌছেন?
ক ১৪৯৮ সালে খ ১৪৯২ সালে
গ ১৫১৭ সালে ঘ ১৬৪৮ সালে ক

৬৬. কোন ইউরোপীয় নাবিক সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভারতে আসেন?
ক ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলান খ ফ্রান্সিস ড্রেক
গ ভাস্কো দা গামা ঘ ক্রিস্টোফার কলম্বাস গ

৬৭. ওলন্দাজরা কোন দেশের নাগরিক?
ক হল্যান্ড খ ফ্রান্স গ পর্তুগাল ঘ ডেনমার্ক ক

৬৮. ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসীদের 'ডাচ' বলা হয়?
ক নেদারল্যান্ড খ ডেনমার্ক গ পর্তুগাল ঘ স্পেন ক

৬৯. দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন?
ক শের শাহ খ আকবর গ জাহাঙ্গীর ঘ আওরঙ্গজেব ঘ

৭০. ভারতে সর্বপ্রথম কার সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়–
ক লর্ড ওয়েলেসলি খ লর্ড বেন্টিংক
গ লর্ড ক্যানিং ঘ লর্ড ডালহৌসি ঘ

৭১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির শাসন কাল–
ক ১৭৫৭-১৯৪৭ খ ১৮৭৫-১৯৪৭
গ ১৭৫৭-১৮৫৭ ঘ ১৭৬৫-১৮৮৫ গ

৭২. কোন সম্রাট সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন?
ক আকবর খ শাহবাজ খান
গ মুর্শিদকুলি খান ঘ জাহাঙ্গীর ঘ

৭৩. ইংরেজ বণিকগণ সরাসরি বঙ্গদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন–
ক আকবরের আমলে খ জাহাঙ্গীরের আমলে
গ শাহজাহানের আমলে ঘ আলমগীরের আমলে গ

৭৪. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক ক্লাইভ খ ডালহৌসি গ ওয়েলেসলী ঘ জব চার্নক ঘ

৭৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন-
ক শাহ সুজা খ মীর জাফর
গ ফররুখ শিয়ার ঘ দ্বিতীয় শাহ আলম ঘ

৭৬. বাংলাদেশের দ্বৈত শাসন কে প্রবর্তন করেন?
ক লর্ড কর্নওয়ালিস খ লর্ড ক্লাইভ
গ নবাব মীর কাশেম ঘ ওয়ারেন হেস্টিংস খ

৭৭. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক-
ক লর্ড ক্লাইভ খ লর্ড ওয়েলেসলি
গ লর্ড মিন্টো ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক খ

৭৮. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন সালে?
ক ১৮৫৭ খ ১৮৫৮ গ ১৮৫৯ ঘ ১৮৬০ খ

৭৯. সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন কে?/সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাস করেন কে?
ক লর্ড কর্নওয়ালিস খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ

৮০. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি কোন রাজ্যটি অধিকার করেন?
ক অযোধ্যা খ পাঞ্জাব গ নাগপুর ঘ হায়দ্রাবাদ গ

৮১. ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়-
ক ১৭৫৮ সালে খ ১৮৫৮ সালে
গ ১৭৯২ সালে ঘ ১৮৬২ সালে খ

Home Work

১. **'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়–** *[৪৫তম বিসিএস]*
ক) ১৯১৭ সালে খ) ১৯২৭ সালে
গ) ১৯৩৭ সালে ঘ) ১৯৪২ সালে — ঘ

২. **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?** *[৪৪তম বিসিএস]*
ক) শশাঙ্ক খ) মুর্শিদ কুলি খান
গ) সিরাজউদ্দৌলা ঘ) আব্বাস আলী মীর্জা — খ

৩. **বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?** *[৪৪তম বিসিএস]*
ক) পূর্ববঙ্গ ও বিহার খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ) পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ — খ

৪. **বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন?** *[২৪তম; ২১তম ও ১৫তম বিসিএস, ফা.সা.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার) '২২]*
ক) শাহ ওয়ালীউল্লাহ খ) হাজী শরীয়তুল্লাহ
গ) পীর মহসীন ঘ) তিতুমীর — খ

৫. **জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী-এটি কার ঘোষণা?** *[১৪তম বিসিএস]*
ক) তিতুমীর খ) ফকির মজনু শাহ
গ) দুদু মিয়া ঘ) হাজী শরীয়াতুল্লাহ — গ

৬. **কোন মোঘল সুবাদার বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন?** *[১৫তম বিসিএস]*
ক) ইসলাম খান খ) শায়েস্তা খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) আলীবর্দী খান — গ

৭. **১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?** *[২৯তম বিসিএস, বা.স্থ. ক. (ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও ক্যাশিয়ার)'২২]*
ক) লর্ড মিন্টো খ) লর্ড চেমসফোর্ড
গ) লর্ড কার্জন ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন — গ

৮. **বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?** *[২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস, ১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)-২০২৪]*
ক) ১৯০৫ সালে খ) ১৯১৬ সালে
গ) ১৯৪৫ সালে ঘ) ১৯১১ সালে — ঘ

৯. **ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে?** *[২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস]*
ক) ১৬৯০ সালে খ) ১৭৬৫ সালে
গ) ১৭৯৩ সালে ঘ) ১৮২৯ সালে — খ

১০. **১৯০৫ সালে নবগঠিত প্রদেশের (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) প্রথম লেফটেনেন্ট গর্ভনর কে ছিলেন?** *[১৫তম বিসিএস]*
ক) ব্যামফিল্ড ফুলার খ) লর্ড মিন্টো
গ) লর্ড কার্জন ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস — ক

১১. **বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয় কোন সালে?** *[১১তম বিসিএস]*
ক) ১৭০০ সালে খ) ১৭৬২ সালে
গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৭৯৩ সালে — ঘ

১২. **কোন ব্রিটিশ শাসকের সময় ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ: ২০২৪]*
ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ) লর্ড কর্ণওয়ালিস — ক

১৩. **লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের নাম কী?** *[১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০১৬]*
ক) রিপন কমিশন খ) হান্টার কমিশন
গ) নাথান কমিশন ঘ) লর্ড কমিশন — খ

১৪. **কার সময়ে বঙ্গভঙ্গ হয়?** *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন- ২০১৭]*
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ) লর্ড ক্যানিং ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি — ক

১৫. **ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস কোনটি?** *[১৩তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)- ১৬]*
ক) ২৬ জানুয়ারি খ) ১৫ আগস্ট
গ) ১৪ আগষ্ট ঘ) ১৬ ডিসেম্বর — ক

১৬. **সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়?** *(২২তম বিসিএস)*
ক) ১৮১৯ সালে খ) ১৮২৯ সালে
গ) ১৮৩৯ সালে ঘ) ১৮৪৯ সালে — খ

১৭. **ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম–** *[১৭তম বিসিএস]*
ক) রাজা ত্রিদিব রায় খ) রাজা ত্রিভুবন চাকমা
গ) জুম্মা খান ঘ) জোয়ান বকস খাঁ — ঘ

১৮. **বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'- এর সময়কাল–** *[বা.প.বো. (সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)'২৩' ত.ম. অ.বা.টে. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ স্টুডিও যন্ত্রবিদ)'২৩; ১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০১৯]*
ক) ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে খ) ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে
গ) ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে — ক

১৯. **ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?** *[প.অ. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]*
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
গ) লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ) লর্ড ওয়াভেল — খ

২০. **ঢাকায় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কোনটি?** *[বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী)- '২৩]*
ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান খ) লালবাগ কেল্লা
গ) বাহাদুর শাহ পার্ক ঘ) রায়ের বাজার বধ্যভূমি — গ

২১. **তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী কে ছিলেন?** *[বা.স্থ.ওয়ারহাউজ সুপারিনটেন্ট ও ক্যাশিয়ার) '২২]*
ক) সুমিত্রা দেবী খ) তারামন বিবি
গ) ইলা মিত্র ঘ) মহাশ্বেতা দেবী — গ

২২. **উপমহাদেশের সর্বশেষ গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩]*
ক) লর্ড মিন্টো খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ) লর্ড ওয়াভেল — গ

২৩. **ফকির আন্দোলন এর নেতা কে ছিলেন?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ২০১০]*
ক) সিরাজ শাহ খ) মোহসীন আলী
গ) মজনু শাহ ঘ) জহির শাহ — গ

২৪. **কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ২০১০]*
ক) ১৯০৩ সালে খ) ১৯০৪ সালে
গ) ১৯০৫ সালে ঘ) ১৯০৬ সালে — ঘ

২৫. **কে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ২০১০]*
ক) গান্ধীজি খ) মওলানা শওকত আলী
গ) জহরলাল নেহেরু ঘ) বিপিনচন্দ্র পাল — ক

২৬. **কে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩]*
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) এ. কে. ফজলুল হক ঘ) মাওলানা ভাসানী — গ

২৭. **কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে?** *[৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন -'০২]*
ক) পলাশীর যুদ্ধ খ) পানিপথের যুদ্ধ
গ) বক্সারের যুদ্ধ ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ — ক

২৮. **বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?** *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বুড়িগঙ্গা) -'১৫]*
ক) ১৭৫৭ সালে খ) ১৭৬২ সালে
গ) ১৭৬৪ সালে ঘ) ১৭৬৫ সালে — গ

২৯. **পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা কত সালে ভারতে পৌঁছেন?** *[ঢাবি. ভর্তি. প (খ) : ১৪-১৫]*
ক) ১৪৯৮ সালে খ) ১৪৯২ সালে
গ) ১৫১৭ সালে ঘ) ১৬৪৮ সালে — ক

৩০. **'হার্মাদ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?** [জবি ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট) : ০৮-০৯]
ক স্পেনীয় খ পর্তুগিজ গ বার্মিজ ঘ আরাকানী **খ**

৩১. **ফরাসিরা সর্বপ্রথম ভারতের কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন–** [ঢাবি. ভ.প (খ) -'১২-১৩]
ক গুজরাট খ সুরাটে গ কলকাতা ঘ মুম্বাই **খ**

৩২. **কোন সম্রাট সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন?**
ক আকবর খ শাহবাজ খান
গ মুর্শিদকুলি খান ঘ জাহাঙ্গীর **ঘ**

৩৩. **বাংলায় দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক কে?** [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক লর্ড বেন্টিঙ্ক খ ওয়ারেন হেস্টিংস
গ লর্ড ক্লাইভ ঘ লর্ড কর্নওয়ালিস **গ**

৩৪. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন–** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইস্ট্রাক্টর ২০১৮]
ক শাহ সুজা খ মীর জাফর
গ ফররুক ঘ দ্বিতীয় শাহ আলম **ঘ**

৩৫. **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সনে ঘটে?** [আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার -২০১৬]
ক বাংলা ১১৭৬ সনে খ বাংলা ১২৭৬ সালে
গ বাংলা ১৩৭৬ সালে ঘ বাংলা ১৪৭৬ সালে **ক**

৩৬. **সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন কে এবং কত সালে?** [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার: ২০১৮]
ক লর্ড কর্নওয়ালিস ১৮১৯ খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৩৯
গ রাজা রামমোহন রায় ১৮২৯ ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ **ঘ**

৩৭. **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক–** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ইতিহাস)-'০৭-০৮]
ক লর্ড ক্লাইভ খ লর্ড ওয়েলেসলি
গ লর্ড মিন্টো ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক **খ**

৩৮. **মহীশুরের টিপু সুলতান সর্বশেষ কোন ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করেন?** [পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা- ২০১৭]
ক ওয়েলেসলি খ ওয়ারেন হেস্টিংস
গ কর্নওয়ালিস ঘ ডালহৌসি **ক**

৩৯. **সিপাহী বিপ্লব হয়–** [সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) :১৭]
ক ১৮৫৬ খ ১৮৫৭ গ ১৮৫৮ ঘ ১৮৫৯ **খ**

৪০. **ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন–** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭]
ক লর্ড ডালহৌসি খ লর্ড মেয়ো
গ লর্ড ক্যানিং ঘ লর্ড রিপন **খ**

৪১. **Which Mughal Emperor is laid to rest in Yangon?** [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিসার (ক্যাশ)-'২৩]
ক Sher Shah খ Elias Shah
গ Bahadur Shah ঘ Jafar Shah **গ**

৪২. **বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন?** [ফা.সা.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার) '২২]
ক মাওলানা কেরামত আলী খ শাহ ওলিউল্লাহ
গ হাজী শরীয়তউল্লাহ ঘ পীর মুহসীনুদ্দীন **গ**

৪৩. **ঢাকায় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কোনটি?** [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী)- '২৩]
ক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান খ লালবাগ কেল্লা
গ বাহাদুর শাহ পার্ক ঘ রায়ের বাজার বধ্যভূমি **গ**

৪৪. **কত সালে নীল কমিশন গঠন করা হয়?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ) ২০১৯]
ক ১৮৬০ খ ১৮৫৭ গ ১৮৪৫ ঘ ১৮৮২ **ক**

৪৫. **'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন?** [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার -২০১৮]
ক উইলিয়াম কেরি খ ডিরোজিও
গ প্যারিচাঁদ মিত্র ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **খ**

৪৬. **ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?** [রাবি 'এ' ইউনিট (জোড়) ২০১৬-১৭]
ক দুদু মিয়া খ তিতুমীর
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ হাজী শরিয়তউল্লাহ **ঘ**

৪৭. **বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক কে?** [কৃষি ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার-১৩]
ক মজনু শাহ খ ভবানী পাঠক
গ দেবী শাহ ঘ চার্লস উড **খ**

৪৮. **'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?** [থানা শিক্ষা অফিসার-১৬]
ক উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি খ কালা চাঁদ মিত্র
গ অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ঘ কেউ না **গ**

৪৯. **কে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন?** [পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা -'১৮]
ক কবি মুকুন্দ দাস খ সৈয়দ আমীর আলী
গ বঙ্কিম চন্দ্র ঘ সুভাষ চন্দ্র বসু **ক**

৫০. **মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল?** [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক- ০৬]
ক মেদিনীপুরে খ ব্যারাকপুরে
গ চট্টগ্রামে ঘ আন্দামানে **গ**

৫১. **ক্ষুদিরামকে নিয়ে কোন কবি কবিতা লিখেছিলেন?** [পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা -১৭]
ক জসীমউদদীন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ আহসান হাবীব ঘ কাজী নজরুল ইসলাম **ঘ**

৫২. **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়–** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭]
ক ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬
গ ৩০ নভেম্বর, ১৯০৫ ঘ ৩০ নভেম্বর, ১৯০৬ **খ**

৫৩. **কার নেতৃত্বে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়?** [পাব.সা.কমি.সপরি -'০৩]
ক ভিখারুল মুলক খ খাজা সলিমুল্লাহ
গ নওয়াব আব্দুল লতিফ ঘ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ **ক**

৫৪. **নিচের কোন নেতার উদ্যোগে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়?** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭]
ক সুভাষ চন্দ্র বসু খ এ. কে. ফজলুল হক
গ সোহরাওয়ার্দী ঘ উভয়ই নেতার উদ্যোগে **ঘ**

৫৫. **অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?** [কম্বাইন্ড ৭ ব্যাংক (ক্যাশ অফিসার) - ২০২৩, বাতিলকৃত ২৪ তম বিসিএস, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]
ক এ. কে. ফজলুল হক খ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী
গ আবুল হাসেম ঘ খাজা নাজিম উদ্দীন **খ**

৫৬. **বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন ১৯৪০ সালে কে উত্থাপন করেন–** *[চবি B ইউনিট সেট-১) ২০১৯-২০, ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক-২০১৮]*
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী
গ লিয়াকত আলী খান ঘ এ. কে. ফজলুল হক **ঘ**

৫৭. **বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?** [পাগ.অধি.সহকারী পরিচালক-১৫]
ক এ. কে. ফজলুল হক খ এইচ. এ কে. সোহরাওয়ার্দী
গ খাজা নাজিম উদ্দীন ঘ নুরুল আমিন **ক**

৫৮. **ইংরেজি কোন সনের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত?** [খাদ্য অ.খাদ্য পরি-০৯]
ক ১৭৭০ খ ১৮৬৬ গ ১৮৯৯ ঘ ১৯৪৩ **ঘ**

৫৯. **দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন?** [রা.বি ক ইউনিট:১৩-১৪]
ক আল্লামা ইকবাল খ স্যার সৈয়দ আহম্মদ
গ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ স্যার সলিমুল্লাহ **গ**

৬০. **অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী–** [হাদাবিপ্রবি 'জি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক খাজা নাজিমুদ্দিন খ এ. কে.ফজলুল হক
গ মোহাম্মদ আলী ঘ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী **খ**

Class Test

১. কত সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক ১৭৫৬ খ ১৮৫৬
গ ১৭৫৭ ঘ ১৮৫৭

২. পলাশীর যুদ্ধ কখন হয়েছিল?
ক ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ ২৫ জুলাই, ১৭৫৭
গ ১৫ আগস্ট, ১৮৫৮ ঘ ২৫ আগস্ট, ১৮৫৮

৩. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন-
ক লর্ড রিপন খ লর্ড কার্জন
গ লর্ড মিন্টো ঘ লর্ড হার্ডিঞ্জ

৪. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক ১৬৬০ খ ১৭০৭
গ ১৭৫৭ ঘ ১৭৬৪

৫. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত স্থান–
ক রমনা পার্ক খ ন্যাশনাল পার্ক
গ গুলশান পার্ক ঘ বাহাদুর শাহ পার্ক

৬. বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন-
ক ইসলাম খান খ মুর্শিদকুলী খান
গ সরফরাজ খান ঘ আলীবর্দী খান

৭. বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?
ক শশাঙ্ক
খ মুর্শিদকুলী খান
গ সিরাজ-উদ-দৌলা
ঘ আব্বাস আলী মীর্জা

৮. ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কোন সালে?
ক ১৯৭২ খ ১৮৫০
গ ১৮৭২ ঘ ১৯০১

৯. ব্রিটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?
ক লর্ড ওয়াভেল খ লর্ড মাউন্টব্যাটেন
গ লর্ড লিনলিথগো ঘ লর্ড কার্জন

১০. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়?
ক ১৮১৯ খ ১৮২৯
গ ১৮৩৯ ঘ ১৮৫৮

biddabari

উত্তরমালা

১	ক
২	ক
৩	খ
৪	ঘ
৫	ঘ
৬	খ
৭	খ
৮	গ
৯	খ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

biddabari
your success benchmark